পরিচিতি

১৮১০ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যান্ডের এক গীর্জায় প্রথম সঞ্চয় ব্যাংক স্থাপিত হয়। সঞ্চয় ব্যাংকের জনক হিসেবে খ্যাত রেভারেন্ড হেনরি ডানকান এটি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ১৯২৪ সালের ৩০ অক্টোবর ইতালির মিলানে প্রথম আন্তর্জাতিক সঞ্চয় ব্যাংক কংগ্রেস (ওয়ার্ল্ড সোসাইটি অব সেভিংস ব্যাংকস) প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য, জনগণকে অর্থ সাশ্রয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

`সঞ্চয় সমৃদ্ধি আনে' এ কথাটি অনুধাবন করে অবিভক্ত ভারতের সিমলায় পাবলিক ডেট এ্যাক্ট ১৯৪৪ এর আওতায় সর্বপ্রথম ১৯৪৪ সালে সঞ্চয় দপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। তৎপরবর্তী শাসনামলে এ দপ্তরটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন কার্যক্রম পরিচালনা করতো।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় পাবলিক ডেট এ্যাক্ট, ১৯৪৪ এর ক্ষমতা বলে জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তৎকালীন সরকার জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে আহরণের জন্য পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক, প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র, বোনাস সঞ্চয়পত্র, ৩ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র, ৬ মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র, জামানত সঞ্চয়পত্র প্রবর্তন করে। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল দেশের জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে সঞ্চয়ের মাধ্যমে আপদকালীন আর্থিক নিরাপত্তা সৃষ্টি এবং পরনির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের স্বনির্ভর জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থাকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** ১৯৭২ সালে 'জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৮১ সালে Remittance সংগ্রহের জন্য ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড এর প্রচলন করা হয় এবং একই সাথে সঞ্চয় স্কিমসমূহের বিক্রি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ঢাকাসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৭টি বিশেষ সঞ্চয় ব্যুরো চালু করা হয়। ২০০২ সালে আবারো Remittance আহরণের জন্য ইউ এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউ এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড নামে আরো দুটি বন্ডের প্রবর্তন করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং মৃত চাকুরীজীবীর পারিবারিক পেনশন সুবিধাভোগী স্বামী/স্ত্রী/সন্তানদের জন্য ২০০৪ সালে পেনশনার সঞ্চয়পত্র প্রবর্তন করা হয়। ২০০৯ সালে ১৮ (আঠার) ও তদুর্ধ্ব বয়সের যেকোন বাংলাদেশী মহিলা,

বাংলাদেশী শারীরিক প্রতিবন্ধী (পুরুষ ও মহিলা) এবং ৬৫ (পঁয়ষট্টি) ও তদুর্ধ্ব যেকোন বাংলাদেশী (পুরুষ ও মহিলা) নাগরিকের জন্য পরিবার সঞ্চয়পত্র প্রবর্তন করা হয়।

সে সময় একজন পরিচালকের অধীনে সারা দেশে জেলা সঞ্চয় অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। তখন দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সঞ্চয় পরিদপ্তরের কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। স্কুল ব্যাংকিং থেকে শুরু করে সঞ্চয় স্ট্যাম্প সংগ্রহ ছিল সঞ্চয় কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় |

জাতীয় বাজেট ঘাটতিতে অর্থায়ন, জনগণের জন্য নিরাপদ বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি, সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি, বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি, মহিলা, বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রবাসী বাংলাদেশী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় আনয়ন ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করে দীর্ঘ ৪২ বছর পর ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরকে 'জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর-এ উন্নীত করেন।

ফলে দপ্তরটির সাংগঠনিক কাঠামোর কলবর বৃদ্ধি পায়। সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে এ অধিদপ্তরের কর্নধার করা হয়। এর সার্বিক তত্ত্বধানে আছেন অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সিনিয়র সচিব। নতুন নেতৃত্ব এ দপ্তরের উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে দপ্তরটিতে কাজের গতি ও গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রাহকসেবা সহজ ও উন্নততর করার জন্য জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর সঞ্চয়পত্রের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় একটি কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামে একটি অনলাইন ভিত্তিক সফ্টওয়্যার প্রস্তুত করে। জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ডাকঘর এটি ব্যবহার করে সঞ্চয়পত্র বিক্রয় এবং নগদায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। গ্রাহককে মেয়াদান্তে ইস্যু অফিসে এখন আর আসতে হয়না। মুনাফা ও আসল অর্থ Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN)-এর মাধ্যমে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে জমা হয়। জমাকৃত অর্থের তথ্য গ্রাহকের মোবাইলে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে অবহিত করা হয়। গ্রাহকদের সুবিধার্থে সফটওয়্যারটিতে সঞ্চয়পত্র scrip less করা হয়েছে।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধিনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। ঢাকায় রয়েছে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়। আটটি বিভাগীয় শহরে রয়েছে বিভাগীয় অফিস।

চৌষট্টি জেলা সদরে রয়েছে জেলা সঞ্চয় অফিস। এছাড়াও সঞ্চয় স্কিমের চাহিদার প্রেক্ষিতে ঢাকা শহরসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে ১১টি বিশেষ ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের কার্যাবলী

- সঞ্চয়পত্র লেনদেন কার্যক্রম সঠিক, সুন্দর ও নির্ভুলভাবে পরিচালনার জন্য অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যারের মাধ্যমে সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ডাকঘর এক ও অভিন্নভাবে কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা;
- গ্রাহক বান্ধব সফটওয়্যারের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা;
- মুনাফা ও আসল অর্থ Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN)-এর মাধ্যমে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে হিসাবে প্রেরণ;
- জমাকৃত অর্থের তথ্য গ্রাহকের মোবাইলে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে অবহিত করা;
- জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ;
- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা;
- সঞ্চয় স্কিমের ফরম,রেজিস্টার ইত্যাদি মুদ্রণ,সংরক্ষণ ও বিতরণ;
- সঞ্চয় স্কিমের হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধন;
- বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক, ডাকঘর ও সঞ্চয় অফিসসহ অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সাধন;
- দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা;
- সঞ্চয় স্কিমের বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।